দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 MAR 1989
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষা ও শ্রমের মর্যাদা

মোঃ আবদুস সাত্তার

শিক্ষা মানুষের মাঝে সৃজনী শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে একে শ্রমের প্রতি মর্যাদাশীল করে গড়ে তোলে। একে নৈতিকতাবোধে উজ্জীবিত করে এর মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে। এটা দক্ষতা বৃদ্ধি করে কর্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সিংহভাগ জুড়ে থাকা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের বেশীর ভাগের মাঝে এমন অহংবোধ জন্মে যা তাকে কায়িকশ্রমের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। গ্রামের অর্থ-সম্পদে শিক্ষিত হয়ে এর অনুন্নত অবস্থা ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের জন্যে তাকে ঘৃণা করে। পিতৃপেশা কৃষিকাজকে নীচু ভেবে তা গ্রহণ করতে চায় না। গ্রামে জন্মগ্রহণ করে এবং এর সম্পদে লেখাপড়া শেখে একে পেছনে ফেলে শহরমুখী হয়। শহরের রঙরসের বাহ্যিক চাকচিক্যে আকৃষ্ট হয়ে সেখানে গিয়ে ঘর বাঁধে এবং ময়ূরপুচ্ছ হয়ে জীবন যাপনকরতঃ আত্মপ্রসাদ লাভ করে। দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ৬০ শতাংশ জুড়ে থাকা কৃষিকাজ ও কৃষিজ শিল্পে সম্পৃক্ত হতে ব্যর্থ হয়ে অনেকে শহুরে পরিবেশে চাকুরীর সন্ধান করে ফেরে। এদের অনেকেই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফের আবার গ্রামে চলে আসতে বাধ্য হয় এবং বৃদ্ধ পিতা-মাতার উপর বেকার অবস্থায় বোঝা হয়ে জীবন কাটায়। কায়িক শ্রমবিমুখ শিক্ষায় শিক্ষিত এ সকল লোক পিতৃপেশায় সম্পৃক্ত হয়ে এর উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক তো হতে পারেই না বরং উৎপাদিত ফসল ভাগাভাগি করে ভোগকরতঃ সংসারের অস্বচ্ছলতা আরো বাড়িয়ে তোলে। এ সকল শিক্ষিত বেকার শ্রমের প্রতি অনভ্যস্ত বিধায় অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকলেও এতে সহজভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে না। অন্যদিকে, শিক্ষিত লোকের শহরাভিমুখী প্রবাহদৃষ্টে প্রচলিত সমাজেও এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, শিক্ষিত হলেই বুঝি শহুরে হতে হয় এবং কায়িকশ্রমে নিয়োজিত হওয়া অপমান ভিন্ন আর কিছুই নয়। সমাজের এ ক্ষতিকর মূল্যবোধও এদেরকে এ কাজে নিরুৎসাহিত করে। ফলে এরা বেকার জীবনে সমাজের উপেক্ষা, আত্মীয়-অনাত্মীয়ের ভৎর্সনা ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে চরম হতাশায় ভোগে। চাকুরী জোটাতে ব্যর্থ হয়ে নিজকে চরমভাবে ব্যর্থ মনে করে এবং তা তাকে ধ্বংসের অতলতলে নিয়ে যায়। যখন সে দেখে তার সমবয়সী শিক্ষিত বা তার চেয়েও কম শিক্ষিত সৌভাগ্যবান ভালো চাকুরে বা ব্যবসায়ী অর্থের অহমিকায় বুক ফুলিয়ে গাম্ভীর্যভরে তার সামনে দিয়ে হেঁটে যায় তখন নৈতিকতার সকল বাঁধ ছিন্ন হয়ে যায়। সে বৈধ-অবৈধতার ধার না ধেরে যে কোনো উপায়েই হোক অর্থাগামনের হীন প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। এ করতে গিয়ে সে দুষ্কর্মী ও অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে। চরিত্রের মতো অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদটুকু হারিয়ে সমাজের বুকে কালিলেপন করে চলে। অসৎ সঙ্গের সাথে মিশে মদ-গাঁজা, জুয়া ইত্যাদি ধরে। এভাবে সমাজের মূল্যবোধ ও কর্মযোগহীন সাধারণ শিক্ষা একদিনের সুবোধ ও শান্ত ছেলেকে দুষ্কর্মী করতে সহায়ক হয়। চোরাচালানী ও চুরি-রাহাজানীতে লিপ্ত হয়ে দেশের সর্বনাশ ডেকে আনে। দেশদ্রোহী কাজে লিপ্ত হয়ে এর উন্নয়নকে পিছু টানে। কেরানী সর্বস্ব লক্ষ্যহীন সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের মধ্যে অনেকেই নিজের কাজটুকু নিজে করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়, অপমান বলে মনে করে। ঘর ঝাড় দেয়া, নিজের বাজারের ব্যাগটা নিজে বহন করা ইত্যাদি বিষয়ে অপরের উপর নির্ভরশীল আভিজাত্যের লক্ষণ বলে মনে করে। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কাজের লোক নিয়োগ করা ভদ্রতা ও আভিজাত্যের নিদর্শন বলে এদের নিকট ভ্রম হয়। আসলে স্বনির্ভর হওয়া, নিজের কাজ নিজে করা কতো যে গৌরব, কর্মের মধ্যেই যে আভিজাত্য নিহিত রয়েছে তা আমরা ভুলেই রয়েছি। এ জাতীয় কর্মবিমুখ ও পরনির্ভরশীল জাতি কোনোদিনই উন্নতির দিকে ধাবিত হতে পারে না। কর্মময় দুনিয়াতে এমন কোনো নজির নেই।

প্রকৃত প্রস্তাবে যে জাতি যতো বেশী কর্মঠ ও পরিশ্রমী সে জাতিই ততো বেশী উন্নত। অলস ও কর্মবিমুখ জাতির ঠাঁই দুনিয়ার কোথাও নেই। উন্নত বিশ্বের উদাহরণ থেকে জানা যায় যে, এদের উন্নতির গোপন কথা হলো কর্মপ্রেরণা। যে জাতি এ কর্মপ্রেরণা যতো তাড়াতাড়ি এবং বেশী পরিমাণে সৃষ্টি করতে পেরেছে সে জাতি ততো তাড়াতাড়ি উন্নতির দিকে ধাবিত হয়েছে। এ কথা আমাদের মতো দরিদ্রতম দেশের জন্যে খুব বেশী প্রযোজ্য। আমরা গরীব দেশের অধিবাসী বলেই আমাদের কর্মঠ ও পরিশ্রমী বেশী হতে হবে। তজ্জন্যে চাই কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার। শিক্ষাকে শ্রম সম্পৃক্ত করে একে শ্রমের প্রতি মর্যাদাশীল করে ঢেলে-সাজানো নেহায়েত প্রয়োজন। দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও সম্পদের প্রাপ্যতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তত্ত্বীয় শিক্ষাকে ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে বাস্তবমুখী করে প্রদান করতে হবে। তবেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষা জীবনেই কায়িকশ্রম অভ্যস্ত হয়ে শ্রমের প্রতি মর্যাদাশীল হয়ে উঠবে এবং বিশেষ শিক্ষায় জ্ঞান লাভ করে তা সমাজের চাহিদামাফিক কাজে লাগিয়ে দেশ ও দশের উন্নয়নের সাথে নিজের উন্নয়নও সাধন করতে পারবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত জনশক্তি যদি কৃষির মতো প্রধান পেশায় সম্পৃক্ত হতে ব্যর্থ হয় তবে এদের কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ কোথায়? যদি তাই হয় তবে এ শিক্ষায় কাজ কি? যে শিক্ষা মানুষকে জীবিকার সন্ধান দিতে পারে না আমাদের মতো দরিদ্রতম দেশে সে শিক্ষা ব্যাপকহারে প্রদানের যুক্তিকতা কোথায়? বাস্তবে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হতে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত